সমাজ বিপ্লবের ধারা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	০৪
পরিস্থিতির মূল্যায়ন	০৬
ইসলামের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব	১০
ইসলামী সমাজ বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্ত	১১
খেলাফতে রাশেদার আদর্শ পুনরায় কেন প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি?	১২
সমাজ বিপ্লবের ধারা	১২
ধারাগুলির ব্যাখ্যা	১৩
মুক্তির একই পথ- দাওয়াত ও জিহাদ	১৪
জিহাদের প্রকৃতি	১৬
জিহাদের হাতিয়ার	১৯
আন্দোলন অথবা ধ্বংস	২০
জান্নাতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়	২১
তিনটি হুঁশিয়ারী	২২
মুমিনের জন্য পার্থিব বিজয় লাভ অপরিহার্য নয়	২২

জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত ১৯৮৬ সালের ২২শে অক্টোবর বুধবার রাজশাহী শহরের রাণীবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর তিনদিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন'৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব অধ্যাপক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে অমূল্য ভাষণ প্রদান করেন, অত্র পুস্তিকাটি তারই অনুলিপি।

ভাষণটির শেষে কর্মী ও সুধীবৃন্দের মৌলিক তিনটি প্রশ্নের যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, সেটি 'তিনটি মতবাদ' নামে পৃথক বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বই দু'টি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাঁর সারগর্ভ ভাষণটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া, ৭৮ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ছিল সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিস। ১৯৮০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি যাত্রাবাড়ী থেকে চলে এলে কেন্দ্রীয় ঠিকানা হয়, মাদরাসাতুল হাদীছ, ৯৪ কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা-১। অতঃপর ১৯৮৪ সালের ৩০শে মে রাজশাহীতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হ'লে ঠিকানা হয় রাণীবাজার মাদরাসা মার্কেট (৩য় তলা)। অতঃপর ১৯৯৬ সালের ১৯শে মে হ'তে অদ্যাবধি কেন্দ্রীয় ঠিকানা হ'ল আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া (আমচত্বর), বিমান বন্দর রোড, রাজশাহী।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সত্যিকারের মুজাহিদ হিসাবে কবুল করুন এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'কে তার বিশুদ্ধ গতিপথে পরিচালনার তাওফীক দান করুন- আমীন!

সচিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد..

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

নাহমাদুহূ ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন’৮৬-তে দেশের বিভিন্ন এলাকা হ’তে আগত নিবেদিতপ্রাণ সাথী ও বন্ধুগণ, রাজশাহী শহর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় সুধীবর্গ, প্রশিক্ষক হিসাবে আগত মাননীয় ওলামায়ে কেরাম, বিদ্বান মণ্ডলী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছের মাননীয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়গণ!

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন’৮৬ উদ্বোধন করতে গিয়ে আমি প্রথমে স্মরণ করছি উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিগত সূর্যগুলিকে। স্মরণ করছি অলিউল্লাহ-পরিবার[১]-কে। স্মরণ করছি শায়খুল কুল ফিল কুল মিয়াঁ নাযীর হোসায়েন দেহলভী,[২]

১. অলিউল্লাহ-পরিবার বলতে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী ও তাঁর চার পুত্র ও পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদসহ মোট বারো জনকে বুঝানো হয়। শাহ অলিউল্লাহ (১১১৪-১১৭৬ হি./১৭০৩-১৭৬২ খৃ.), তৎপুত্র শাহ আবদুল আযীয (১১৫৯-১২৩৯/১৭৪৭-১৮২৪), শাহ রফীউদ্দীন (১১৬২-১২৩৩/১৭৫০-১৮১৮), শাহ আবদুল ক্বাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮), শাহ আবদুল গণী (১১৭০-১২২৭/১৭৫৮-১৮২৪) এবং তাঁর পুত্র শাহ ইসমাঈল (১১৯৩-১২৪৬/১৭৭৯-১৮৩১)। জিহাদ আন্দোলনের এই মহান সিপাহসালার ১৮৩১ সালের ৬ই মে শুক্রবার পূর্বাহ্নে বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন।

২. সাইয়িদ নাযীর হোসায়েন দেহলভী (১২২০-১৩২০/১৮০৫-১৯০২)। দিল্লীর মাদরাসা রহীমিয়ার এই স্বনামধন্য মুহাদ্দিছের দীর্ঘ ৭৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে ১ লক্ষ ২৫ হাযার ছাত্রের মধ্যে ৮০ হাযারই আহলেহাদীছ হয়ে যান। উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনে এই মহান শিক্ষকের অবদান ছিল সর্বাধিক। বিহারের মুঙ্গের যেলার অন্তর্ভুক্ত গঙ্গা তীরবর্তী সূর্যগড়ের অনতিদূরে বালথোয়া নামক গ্রামে জনৈক হানাফী আলেম মৌলবী জাওয়াদ আলীর ঔরসে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তারা সূর্যগড়ে বসবাস করেন। ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি লেখাপড়ার প্রতি নযর দেননি। একদিন তাদের পরিবারের সুহৃদ জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেন, হে নযীর! তোমাদের বংশের সবাই মৌলবী। অথচ তুমি জাহিল হয়ে রইলে? ব্রাহ্মণের উক্ত বাক্য তরুণ নযীর হোসায়েনের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দের এক রাতে তিনি গোপনে পাটনা আযীমাবাদ চলে যান। সেখানে মাওলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর পক্ষকালব্যাপী ওয়ায শুনে তাঁর মধ্যে হাদীছ শিক্ষার উদগ্র বাসনা জেগে ওঠে। ফলে তিনি হাদীছ শিক্ষার জন্য দিল্লীতে গমন করেন। অতঃপর

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী[৩] ও তৎপরবর্তীকাল হ'তে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইল্‌মে কুরআন ও ইল্‌মে হাদীছের অতন্দ্র প্রহরীগণকে, সেই অতুলনীয় শিক্ষকবৃন্দকে; স্মরণ করছি বালাকোটের অমর শহীদানকে; স্মরণ করছি কালাপানির বীর কয়েদীগণকে।

স্মরণ করছি আফগানিস্তান হ'তে শুরু করে বাংলার বিস্তীর্ণ বরেন্দ্র এলাকার শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সেই জানা-অজানা বীর মুজাহেদীনকে, যাঁদের ত্যাগপুত ইতিহাস আমাদের যাত্রাপথে প্রতিনিয়ত প্রেরণা যোগায়; উৎসাহ যোগায় সম্মুখে এগিয়ে যাবার। যাঁদের রক্তঋণ কিছুটা আদায়ের উদ্দেশ্যেই আমরা বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক তরুণ আজ এখানে জমায়েত হয়েছি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমাদের মহান পূর্বসূরীগণের, আমাদের মহান সালাফে ছালেহীনের যথার্থ উত্তরসূরী হওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

পরিস্থিতির মূল্যায়ন

(تقدير البيئة الحاضرة)

বন্ধুগণ!

বর্তমান কম্পিউটার যুগে বিশ্বের পরিধি একেবারেই ছোট হয়ে গেছে। পৃথিবী নামক সৌরমণ্ডলের এই ছোট্ট গ্রহটিকে যদি একটি ছোট্ট পুকুরের সঙ্গে তুলনা করি, তাহ'লে এর এক প্রান্তে একটা ঢিল পড়লেও অপর প্রান্তে গিয়ে তার ঢেউ লাগে। তাই নিজের দেশের পরিস্থিতিকে আর বিশ্ব পরিস্থিতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আশান্বিত বিশ্বকে হতাশ করে জাগতিক শক্তিতে বলিয়ান বর্তমান বিশ্বের দুই পরাশক্তি আয়োজিত রিগ্যান ও গর্বাচেভ-এর 'রিকজাভিক বৈঠক'

শিক্ষা ও কর্মজীবনের দীর্ঘ ৮০ বছর তিনি দিল্লীতে অতিবাহিত করেন ও সেখানেই ১৩২০ হিজরীর ১০ই রজব মোতাবেক ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর সোমবার বাদ মাগরিব মৃত্যুবরণ করেন। পরদিন শীদীপুরা গোরস্থানে স্বীয় পুত্রের কবরের পাশে তিনি সমাহিত হন *(দ্র. থিসিস ৩২০-২২, ৩৩৯-৪৩ পৃ.)*।

৩. তৎকালীন ভারতের ভূপাল রাজ্যের নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-১৮৯০) জীবনের তিন চতুর্থাংশ দারিদ্রের কষাঘাতে এবং চৌদ্দ বছর রাজ্য পরিচালনার কঠিন দায়িত্ব পালন করেও মাত্র ৫৮ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় অন্যূন ২২২ খানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। মিসর থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহ ছাপিয়ে এনে সারা ভারতে বিতরণ করেন। এইভাবে লুপ্তপ্রায় ইলমে হাদীছ ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলামকে তিনি পুনরায় লেখনীর মাধ্যমে জাগিয়ে তোলেন *(দ্র. থিসিস ৩৪৪-৬১ পৃ.)*।

দুঃখজনক ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।[৪] আর এর মধ্য দিয়েই ফুটে উঠেছে পাশ্চাত্যের মানবিক দেউলিয়াত্ব। অগণিত মারণাস্ত্রের গুদাম ছাড়া, বস্তুগত পাশবশক্তি ছাড়া মানবতার সামনে পেশ করার মত তাদের নিকটে কোন মূল্যবোধ আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এক্ষণে শুরু হয়েছে দুই পরাশক্তির দেশী-বিদেশী ও আমাদের স্বদেশী এজেন্টদের পারস্পরিক দোষারোপের পালা। শুরু হয়েছে ছাফাইয়ের মহড়া। এদের প্রচার যন্ত্রগুলো প্রাণান্ত কোশেশ অব্যাহত রেখেছে নিজেদের ভিতরকার দৈন্যদশা ঢাকবার জন্য। ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখা-নাঙ্গা মানুষ যারা নিরাপদ অবস্থানে থেকে দূর থেকে এই মহড়া অবলোকন করছে, তাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে গেছে এই সব তন্ত্রমন্ত্রের হোতাদের নগ্ন চেহারা। সারা বিশ্ব এখন উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে ইসলামের দিকে। আল্লাহ প্রেরিত হেদায়াতের দিকে।

বন্ধুগণ!

আমাদের দেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ সর্বব্যাপী জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। এ জাহেলিয়াত সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি মানুষের হাতে ন্যস্ত করেছে এবং কতিপয় মানুষকে মানুষের জন্য রব-এর আসনে বসিয়েছে। বস্তুবাদী শক্তিগুলি তাদের স্ব স্ব দার্শনিক পণ্ডিত ও রাজনৈতিক প্রভুদেরকে উক্ত মর্যাদা দিয়েছে। ধর্মীয় শক্তিগুলিও স্ব স্ব ধর্মনেতাদেরকে নামে-বেনামে উক্ত আসনে সমাসীন করেছে।

ঠিক এমনই পরিস্থিতি ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রাক্কালে। বলতে গেলে প্রায় সারা বিশ্ব তখন রোমক ও ঈরানী (পারসিক) দুই পরাশক্তির করতলগত ছিল। মানুষ এদেরকেই আল্লাহ্র ছায়া[৫] ভেবে

---

৪. আইসল্যাণ্ডের রিকজাভিক (REYKJAVIK) নগরীতে ১৯৮৬ সালের ১১, ১২ ও ১৩ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান ও সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ-এর মধ্যে দূর ও মাঝারি পাল্লার অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তির উদ্দেশ্যে তিনদিনব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অবশেষে এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার জন্য উভয় প্রেসিডেন্ট একে অপরকে দোষারোপ করে বক্তব্য রাখেন *(বাংলাদেশ অবজারভার ১৪ই অক্টোবর ১৯৮৬)*।

৫. যেমন জুম'আর খুৎবায় বলা হয়ে থাকে, السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللهُ– 'সুলতান বা শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্র ছায়া স্বরূপ। যে ব্যক্তি তাঁকে সম্মান করল, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি তাঁকে অসম্মানিত করল, আল্লাহ তাকে অসম্মানিত করবেন'। হাদীছটির প্রথমাংশ অর্থাৎ السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ

নিয়েছিল। এই সুযোগে এরা ছিনতাই করে নিয়েছিল সার্বভৌম ক্ষমতার চাবিকাঠি। জনগণকে তারা তাদের স্বার্থের বলি হিসাবে ব্যবহার করত- যেমন আজও সর্বত্র করা হচ্ছে।

তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। তাঁরা যা বলতেন, জনগণ সেটাকেই 'দ্বীন' ভেবে নিত। জগদ্বিখ্যাত দানবীর হাতেম ত্বাঈ-এর পুত্র 'আদী বিন হাতেম তৎকালীন সময়ে ত্বাঈ গোত্রের নেতা ও বিখ্যাত খ্রিষ্টান পণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় ভগিনী ও সম্প্রদায়ের লোকদের উৎসাহে তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় এলেন, তখন তাঁর গলায় স্বর্ণ খচিত ক্রুশ (†) ঝুলানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার গলা থেকে ঐ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন তিনি ফেলে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনে হাকীম-এর নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করছিলেন,

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ- (التوبة ٣١)-

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম-ওলামা ও পোপ-পাদ্রীদের এবং মারিয়াম পুত্র মসীহ ঈসাকে 'রব' হিসাবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের প্রতি কেবল এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক উপাস্যের ইবাদত করবে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে, তিনি সে সব থেকে পবিত্র' *(তাওবাহ ৯/৩১)*।

উক্ত আয়াত শোনার পর 'আদী বিন হাতেম বলে উঠলেন, إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ 'আমরা তাদের ইবাদত করি না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ؟ 'আল্লাহ যা হালাল করেছেন, তারা কি তা হারাম করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হারাম করেছ। আর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা কি তা হালাল করেনি? অতঃপর তোমরাও তাকে হালাল করেছ। 'আদী বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ 'ব্যস ওটাই তো ওদের ইবাদত হ'ল'।

অংশটি মুনকার ও যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/১৬৬১-৬৪)*। শেষাংশটি 'হাসান' *(তিরমিযী হা/২২২৪; ছহীহাহ হা/২২৯৭)*।

ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও যাহহাক বলেন, ইহূদী-নাছারাদের সমাজনেতা ও ধর্মনেতাগণ তাদেরকে সিজদা করার জন্য বলেননি। বরং তারা আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজে লোকদের হুকুম দিতেন এবং তারা তা মান্য করত। আর সেজন্যই আল্লাহ পাক ঐসব আলেম, সমাজনেতা ও দরবেশগণকে 'রব' হিসাবে অভিহিত করেছেন'।[৬]

দেড় হাযার বছর পূর্বেকার ন্যায় বর্তমানেও চলছে সারা বিশ্বে নামে-বেনামে আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতা ছিনতাই করার মহড়া। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জনগণের নামে সার্বভৌম ক্ষমতা লুট করে তা কতিপয় ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেছে। জনগণের শাসনের নামে তারা দলের শাসন চালায়। আর দলের নামে তারা নেতার শাসন চালায়। গণ আদালতের দোহাই পেড়ে তারা আল্লাহ্র আদালতে জওয়াবদিহিতাকে এড়াতে চায়। তারা তাদের ইচ্ছামত আইন তৈরী করে ওটাকেই জনগণের আইন বলে চালিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ধর্মনেতারা নিজেদের তৈরী করা মাযহাব ও তরীকার নিকট শরী'আতের চাবিকাঠি ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। জায়েয ও নাজায়েয, সুন্নাত ও বিদ'আত, শিরক ও তাওহীদ এমনকি হালাল-হারামও নির্ণীত হচ্ছে এদের নিজস্ব ফৎওয়ার উপরে। কখনওবা স্ব স্ব ফৎওয়ার পক্ষে জাল হাদীছ তৈরী করে শুনানো হচ্ছে। কখনওবা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। কখনওবা নিজেদের স্বার্থে কোন হাদীছকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু যে কোন মূল্যে নিজের কিংবা স্ব স্ব

---

৬. পুরা বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِىْ عُنُقِىْ صُلَيْبٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِىُّ إطْرَحْ هَذَا الْوَثَنَ مِنْ عُنُقِكَ قَالَ: فَطَرَحْتُهُ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِىْ سُوْرَةِ بَرَاءَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ) قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُحَرِّمُوْنَ مَا اَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمُوْنَهُ وَ يُحِلُّوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّوْنَهُ ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ - رواه ابن جرير فى تفسيره واللفظ لحديث ابى كُرَيْب- قال ابنُ عباس رضي الله عنه: أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوْهُمْ أَنْ يَّسْجُدُوْا لَهُمْ وَلَكِنْ أَمَرُوْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَأَطَاعُوْهُمْ فَسَمَّاهُمُ اللهُ بِذَالِكَ أَرْبَابًا- وقال الضحاك يعني: سَادَةً لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ يُطِيعُونَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ- *(তাফসীর ইবনু জারীর ত্বাবারী (বৈরূত ছাপা : ১৯৮৬), হা/১৬৬৩২, ১৬৬৪১, ১৬৬৩০; ১০/৮০-৮১ পৃঃ; তিরমিযী হা/৩০৯৫, সনদ হাসান; বায়হাক্বী হা/২০১৩৭)*।

মাযহাব ও তরীকার গৃহীত ফৎওয়াকে টিকিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও মাযহাবী তাক্বলীদ ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নামীয় বিভেদাত্মক জাহেলী মতবাদের চক্রান্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। পার্লামেন্টে 'অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত' এবং 'জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস'- ইলাহী সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ এই দুই শেরেকী মন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েই এরা রাজনীতিতে নেমেছেন। এরা 'আল্লাহ' এবং 'ইসলামের' নামেই জনগণের নিকট ভোট চাইছেন। এদের ভোট না দেওয়াকে ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া বলে গণ্য করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়- বহু দলে বিভক্ত এইসব রাজনীতিকরা প্রত্যেকেই ভাবেন, তার দলটিকে ভোট দিলেই কেবল এদেশে সত্যিকারের ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, নইলে নয়।

ট্রাজেডী এই যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের শেরেকী বিষবৃক্ষের ফল খেয়েই এঁরা রাজনীতি করছেন এবং সেখানে ইসলামকে ব্যবহার করছেন। প্রশ্ন করলে বলা হয় 'বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কখনো কখনো শিরককেও বরদাশত করা চলে' (নাঊযুবিল্লাহ)। আল্লাহ্র নিকট ঐসব যুক্তিবাদীরা কি কৈফিয়ত দিবেন সে প্রশ্ন না রেখেও একথা হলফ করে বলা চলে যে, ইসলামী সমাজ বিপ্লব কেবলমাত্র ইসলামী তরীকার মাধ্যমেই সম্ভব, পাশ্চাত্য হ'তে আমদানী করা শেরেকী তরীকার মাধ্যমে নয়।

বন্ধুগণ! হতাশায় মুহ্যমান বিশ্ব যখন ইসলামের দিকে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে, তখন আমাদের উপরোক্ত অবস্থা কি দুঃখজনক নয়?

ইসলামের পুনরুজ্জীবন কিভাবে সম্ভব

(كيف يمكن إحياء الإسلام)

এমত পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি যে, ইসলামের পুনরুজ্জীবন একমাত্র সেপথেই সম্ভব, যে পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগিয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে ঔষধ প্রয়োগ করেননি। বরং রোগের মূল কারণ অনুসন্ধান করে সেখানেই চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক মুক্তির শ্লোগান দিয়ে অথবা চরিত্র সংশোধনের আন্দোলন থেকে কাজ শুরু করেননি কিংবা দেননি আরব জাতীয়তাবাদের মুখরোচক শ্লোগান। কারণ সত্যিকারের সামাজহিতৈষী হিসাবে তিনি চাননি যে, আল্লাহ্র বান্দাগণ তৎকালীন রোমান বা ঈরানী